দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 DEC 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

C32

7

একই বিষয়ে দু' বই-এ দু'রকম তথ্য

গত কয়েকদিন আগে আমি গাজী আজমল ও গাজী আসমত রচিত উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান (২) এবং হক হক হায়দার রচিত উচ্চ মাধ্যমিক প্রাণিবিজ্ঞানের বই দু'টিতে বেশ কয়েকটি অমিল লক্ষ্য করলাম। গাজী আজমল-এর বইয়ে বানরের বৈজ্ঞানিক নাম Macacus Rhesus ছাপা হয়েছে কিন্তু হক হক হায়দার-এর বইয়ে বানরের বৈজ্ঞানিক নাম ছাপা হয়েছে Macaca Multata. এছড়াও বেশ কয়েকটি প্রাণী যেমন: ছারপোকা, রূপচান্দা, পাটের বিছা পোকা ও ধানের সুরুই পোকা ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক নাম গাজী আজমলের বইয়ে যথাক্রমে Cimex lectularius, Stromateus cinerea, Diacrisia Abliqua, Sitotroga Ceralella ছাপা হয়েছে এবং হক হক হায়দারের বইয়ে যথাক্রমে Cimex Lectularis, Stromatesu Chinensis, Diacrisia Obliqua, Sitotroga Cerealella ছাপা হয়েছে। এ ছাড়াও গাজী আজমলের বইয়ে ধানের ক্ষতিকারক গান্ধি পোকার বৈজ্ঞানিক নাম Leptocorisa Acuta ছাপা হয়েছে কিন্তু হক হক হায়দারের বইয়ে এই পোকার নাম দু'টি ছাপা হয়েছে। ১মটি হচ্ছে Leptocorisa varieornis এবং ২য়টি হচ্ছে Leptocorisa varieornis এছাড়াও এক পর্যায়ে আমি দেখলাম হক হক হায়দারের বইটিতে কতিপয় সাধারণ প্রাণীর বাংলা নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, বাস স্থান ও অবস্থান এই পর্বে দোয়েল, কবুতর, চড়ুই ও বাবুই এই চারটি পাখীকে Reptilia শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে। অথচ ঐ একই বইতে Reptilia শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাদেরকেই উল্লেখ করা হয়েছে যারা বুক-এ হাঁটে বা বুক দ্বারা চলাফেরা করে এবং ৫৩ পৃষ্ঠার 'Aves শ্রেণীতে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে চড়ুই, দোয়েল ও কবুতরের নাম। এই কথা সবার অজানা নয় যে, 'মানুষ মাত্রই ভুল করে'--To err is human. সুতরাং এই কথা নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য যে, উপরোক্ত ভুল-ক্রটি ছাপাখানার দোষেও হতে পারে। তথাপি এই ধরনের ভুলক্রটির জন্য আমাদের দেশের অনেক ছাত্রছাত্রীই হয়তোবা উপরোক্ত প্রাণীগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ভুল শিখবে।

পরিশেষে উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান (২) এবং উচ্চমাধ্যমিক প্রাণিবিজ্ঞান এই বই দু'টির লেখক এবং প্রকাশকগণের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, তারা যেন অবশ্যই পরবর্তী প্রকাশনার সময় এই সকল ভুল-ক্রটির দিকে লক্ষ্য রাখেন।

এস, এম তাহামিদ হাসান
(বিপ্লব)
এফ-৬/৪, সি, জি, এস
কলোনী
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিলে নির্দোষরা শাস্তি পাবে কেন ?

সম্প্রতি ঢাকা ভার্সিটির অধীনে চলতি সালের বি, এ (পাস) ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার কয়েকটি কেন্দ্র ও এগুলোতে গৃহীত সমগ্র পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। বাতিলকৃত কেন্দ্রগুলোতে প্রায় ৬/৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত জড়িত। আমরা স্বীকার করি এবং বিশ্বাস করি অন্যায়ের শাস্তি হওয়া উচিত। তাই বলে এ ভাবে পাইকারী হারে শাস্তির বিধান কোথায় আছে ?

একটা খুনের অপরাধে পরিবারের সবাই কি শাস্তি পায় ? তা তো নয়। তাহলে কতিপয় উশৃংখলকারীর সাথে আমরা সবাই যে একই শাস্তি গ্রহণ করবো ? এদের ভেতর কি ২।১ জনও নেই যারা দেশ ও জাতির জন্য কিছু করবে, যারা নকলের আশ্রয় নেয়নি কিংবা নকল না করেও পাস করার যোগ্যতার অধিকারী।

এমতাবস্থায় আমাদের অনেকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত। কাজেই যেসব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা রেখে পরবর্তী পরীক্ষাগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিয়ে অথবা অন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

১৯৮৮ সালের পরীক্ষার্থীদের পক্ষে
সোহেল, আসাদ, শিরিন।